তথ্য বিবরণী নম্বর: ২১

৪টি স্কিম নিয়ে সর্বজনীন পেনশন যাত্রা শুরু

ময়মনসিংহ (১৭ আগস্ট, ২০২৩ খ্রি.);

দেশের অন্যতম ঐতিহাসিক মাইলফলক হিসেবে চালু হলো সর্বজনীন পেনশন স্কিম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৭ আগস্ট বৃহস্পতিবার সকালে গণভবন হতে ভার্চুয়ালি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের জন্য পেনশন সুবিধার উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনকৃত ৪টি পেনশন স্কিম ছাড়াও আরো ২টি পেনশন স্কিম ভবিষ্যতে চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। তাতে করে মোট ৬টি ক্যাটাগরির পেনশন স্কিম চালু হবে। বর্তমান চারটি পেনশন স্কিমের মধ্যে সুরক্ষা স্কিমের আওতায় অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত বা স্বকর্মে নিয়োজিত ব্যক্তি যেমন-কৃষক, রিক্সাচালক, শ্রমিক, কামার কুমার,জেলে, তাঁতিসহ সকল অনানুষ্ঠানিক কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ নির্ধারিত হারে চাঁদা প্রদান করে এ স্কিমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রকাশিতে আয় সীমার ভিত্তিতে দারিদ্র্যসীমার নিম্নে বসবাসকারী স্বল্প আয়ের ব্যক্তিগণ (যাদের বর্তমান আয় সীমা বাৎসরিক অনূর্ধ্ব ৬০ হাজার টাকা) তহফিলে বর্ণিত হারে চাঁদা প্রদানপূর্বক সমতা নামক পেনশন স্কিমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন এবং সমতা স্কিমে কর্তৃপক্ষ বিধি অনুসারে সমপরিমাণ অর্থ জমা করিবে।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কোনো কর্মচারী বা উক্ত প্রতিষ্ঠানের মালিক তফসিলে বর্ণিত হারে চাঁদা প্রদানপূর্বক প্রগতি স্কিমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে উহার কর্মচারীগণের জন্য এ স্কিমে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে স্কিমের চাঁদার ৫০% কর্মী এবং বাকি ৫০% প্রতিষ্ঠান প্রদান করবে। কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সর্বজনীন পেনশন স্কিমে অংশগ্রহণ না করলেও, উক্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কোনো কর্মচারী নিজ উদ্যোগে এককভাবে এ স্কিমে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন।

বিদেশে কর্মরত বা অবস্থানকারী যে কোনো বাংলাদেশী নাগরিক তার অভিপ্রায় অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধের শর্তে নির্ধারিত হারে চাঁদা প্রদানপূর্বক প্রবাস নামক স্কিমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। প্রবাস হতে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর সমপরিমাণ অর্থ দেশীয় মুদ্রায় পরিশোধ করাসহ প্রয়োজনে স্কিম পরিবর্তন করতে পারবেন। পেনশন স্কিম এর মেয়াদ পূর্তিতে পেনশনার দেশীয় মুদ্রায় পেনশন প্রাপ্য হবেন।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। জাতীয় পেনশন স্কিম উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সকালে ময়মনসিংহ থেকে স্থানীয়ভাবে যুক্ত হয়ে এতে অংশগ্রহণ করেন বিভাগীয় ও জেলা প্রশাসনসহ ময়মনসিংহের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাগণ। ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে স্থানীয় এ কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়। সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে.এম. খালিদ এমপি স্থানীয়ভাবে ভার্চুয়ালি এ ভিডিও কনফারেন্স অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সরকারি চাকুরীজীবী ব্যতীত দেশের সর্বস্তরের মানুষের জন্য সর্বজনীন এ পেনশন স্কিমে আসার সুযোগ রয়েছে। প্রাপ্তবয়স্ক অর্থাৎ ১৮ বছর বা তদুর্ধ্ব হতে ৫০ বৎসর বয়সি সকল বাংলাদেশী নাগরিক জাতীয় পরিচয়পত্রের ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট মূল্যমানের চাঁদাদাতা হিসেবে সর্বজনীন পেনশন স্কিমে অংশ নিতে পারবেন। তবে, বিশেষ বিবেচনায় ৫০বৎসর উর্ধ্ব বয়সের নাগরিকগণ স্কিমে অংশগ্রহণের তারিখ হতে নিরবচ্ছিন্ন ১০ বছর চাঁদা প্রদান শেষে আজীবন পেনশন প্রাপ্য হবেন।

গড়আয়ু বৃদ্ধি এবং একক পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি জনিত কারণে ভবিষ্যতে নির্ভরশীলতার হার বৃদ্ধি পাবে বিধায় একটি টেকসই সামাজিক নিরাপত্তা গড়ে তোলা এখন সময়ের দাবি। একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য দেশের সর্বস্তরের জনগণকে টেকসই পেনশন কাঠামোয় অন্তর্ভুক্তি বর্তমান সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার কর্মসূচি। এ ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালে প্রণীত জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে সামাজিক সুরক্ষার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুস্পষ্ট অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। এ প্রেক্ষাপটে জাতীয় সংসদ কর্তৃক সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা আইন, ২০২৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইনের অধীনে চাঁদাদাতাগণ অনলাইন প্লাটফরমে রেজিস্ট্রেশন করে যে কোনো একটি পেনশন স্কিমে যুক্ত হতে পারবেন।

এ ভিডিও কনফারেন্স অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অধ্যাপক ইউসুফ খান পাঠান, ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসক মোঃ মোস্তাফিজার রহমান, পুলিশ সুপার মাছুম আহাম্মদ ভূঞা, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) পুলক কান্তি চক্রবর্তী, জেলা সিভিল সার্জন মোঃ নজরুল ইসলাম, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এহ্তেশামুল আলম এবং বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তারবৃন্দ।

#

মনির/দেওয়ান/ রিদওয়ান/সজিব/২০২৩/১৩:০০ ঘণ্টা